রায়গঞ্জরে পাঙ্গাসীতে দড়ে কলিোমটাররে ‘মরণফাঁদ’, চরম দুর্ভোগে পথচারীরা

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 22 August 2026, 07:16 PM | বভিাগ: সারাদশে



দীর্ঘদনি সংস্কার না হওয়ায় সরিাজগঞ্জ-বগুড়া পুরাতন মহাসড়করে রায়গঞ্জ উপজলোর পাঙ্গাসী অংশ এখন যনে মরণফাঁদে পরণিত হয়ছে। হাট পাঙ্গাসী বাজার থকেে ইউনয়িন পরষিদ সংলগ্ন প্রায় দড়ে কলিোমটার সড়কজুড়ে তরৈি হয়ছে অসংখ্য খানাখন্দ। এতে প্রতদিনি চরম ভোগান্তিতে পড়ছনে যাত্রী, চালক, শক্ষিার্থী ও স্থানীয় বাসন্দিারা।

২৪ কলিোমটার দীর্ঘ এই সড়করে গুরুত্বপূর্ণ এ অংশরে ইট-কার্পটেংি উঠে গয়িে কোথাও বড় বড় গর্ত, কোথাও কাদাপানতিে একাকার হয়ে গছে। শুষ্ক মৌসুমে ধুলাবালি আর বর্ষায় হাঁটুসমান কাদাপানরি

কারণে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ২০ বছর ধরে সড়কটির কোনো টেকসই সংস্কার হয়নি। প্রায় ১২-১৩ বছর আগে কার্পেটিং উঠে যাওয়ার পর এইচবিবি (হেরিং বোন বন্ড) দিয়ে সংস্কার করা হলেও ৭-৮ বছর আগেই সেটিও নষ্ট হয়ে যায়।

সড়কটি রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদ, থানা, হাসপাতাল, গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে প্রসূতি ও সংকটাপন্ন রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

স্থানীয়রা জানান, বাস, ট্রাক, অটোরিকশা ও ভ্যানসহ বিভিন্ন যানবাহন প্রায়ই খানাখন্দে আটকে যাচ্ছে। এতে যানবাহনের যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। সম্প্রতি বৃষ্টির মধ্যে একটি অটোভ্যান উল্টে অসুস্থ যাত্রীরা দুর্ঘটনার শিকার হন বলেও জানান তারা।

শিক্ষার্থীরাও পড়ছে চরম ভোগান্তিতে। কাদাপানি ও ধুলাবালিতে তাদের পোশাক ও বই-খাতা নষ্ট হচ্ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি।

স্থানীয় প্রবীণদের অভিযোগ, নির্বাচন এলেই জনপ্রতিনিধিরা সড়কটি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্বাচনের পর সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখা যায় না।

সড়কের দুরবস্থা নিরসনের দাবিতে এলাকাবাসী একাধিকবার মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করলেও দীর্ঘদিনেও স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি।

তবে দীর্ঘদিনের এই দুর্ভোগ অবসানে আশার কথা জানিয়েছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর।

সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী ইমরান ফারহান সুমন জানান, প্রায় দেড় বছর আগে মহাসড়কটির সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকল্প পরিচালক (পিডি) নিয়োগের প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে।

তিনি বলেন, আগামী ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে প্রকল্পটির দরপত্র আহ্বান করা হবে। দরপত্র প্রক্রিয়া

শষে হলে দ্রুত নর্িমাণকাজ শুরু করে দীর্ঘদনিরে জনদুর্ভোগ নরিসন করা সম্ভব হবে।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।